শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর

মাসুদা সুলতানা রুমী

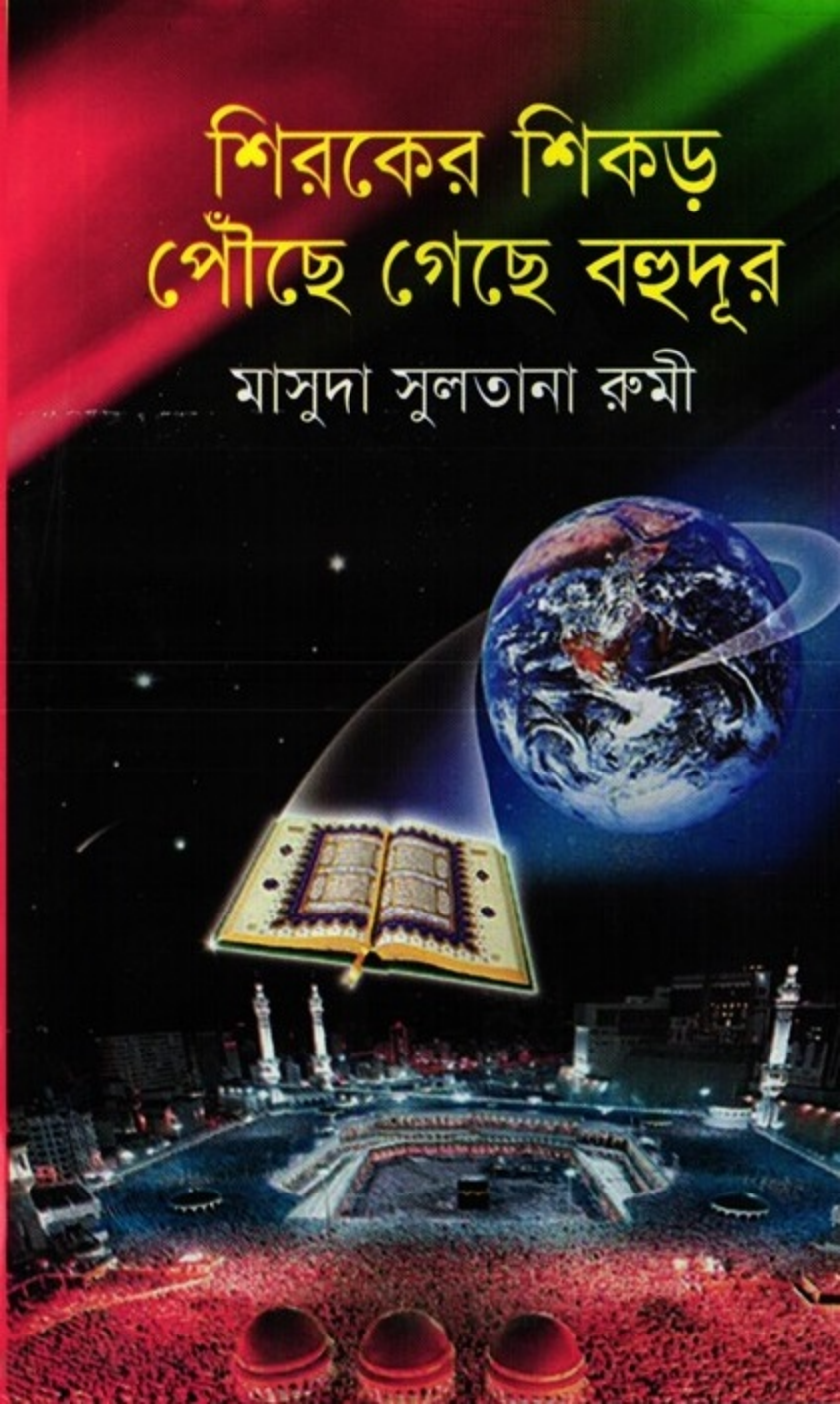

শির্‌কের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর

মাসুদা সুলতানা রুমী

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার ঃ বুক্স এণ্ড কশিটটার কমপ্লেক্স
তৃতীয় তলা দোকান নং-৩০৯
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯,
০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া ঃ বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ্ সংলগ্ন
বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া
মোবাইল ঃ ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯,
০১৫৫৩৬২৩১৯৮

পরিবেশক

প্রফেসরস পাবলিকেশন্স
৪০৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল ঃ ০১৭১১২৮৫৮৬

প্রফেসরস বুক কর্ণার
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

www.amarboi.org

প্রকাশক ঃ
আবদুল কুদ্দুস সাদী
রিমঝিম প্রকাশনী
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ মে ২০০৯ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জুলাই ২০০৯ ইং
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং
চতুর্থ প্রকাশ ঃ মে ২০১০ ইং
পঞ্চম প্রকাশ ঃ [illegible] ২০১০ ইং

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ জনাব মোল্লা নূর মোহাম্মদ (ইঞ্জিনিয়ার)

বর্ণবিন্যাস ঃ
জবা কম্পিউটার
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১১৯১২৮৭৪৭০

প্রচ্ছদ ঃ মশিউর রহমান

মুদ্রণে ঃ
আল-ফয়সাল প্রিন্টার্স
৩৪, শ্রীশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র।

Shirker Shikor Powchc Geche Bahudur : Written by Masuda Sultana Rumi Published by Abdul Kuddus Sadi, Rimzim Prokashoni, Banglabazar. Dhaka—1100. Price :

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আলহামদু লিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য আর দুরূদ ও সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের প্রতি। সম্প্রতিক কালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখিকা জানাবা মাসূদা সুলতানা রুমীর নতুন বই নিয়ে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত হতে পেরে আমি পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্‌র নিকট শুকরিয়া আদায় করছি। পাঠক মহলের নিকট সুলতানা আপাকে নতুন করে পরিচয় করাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। ইতি মধ্যেই তিনি পাঠক মহলে বিরাট পরিচিতি লাভে সক্ষম হয়েছেন; যা পূর্বে কম লেখকের ভাগ্যেই জুটেছে। এদিক থেকে লেখক হিসাবে তাঁকে বেশ সফল আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যবানও বলতে হয়। ইতিপূর্বে তাঁর লেখা দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার জন্য তিনি বহুল আলোচিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে সমালোচিতও হয়েছেন সমভাবে। তাঁর প্রথম লেখা 'চরমোনাইয়ের পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন।' এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীমহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পরবর্তী বই স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন। এ বইটি বেশ পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। লেখা বই দু'টি দেশের সর্বত্র পৌঁছে গেছে। এমনকি দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশেও পৌঁছে গেছে। তিনি নানা ব্যস্ততার মধ্যেও সমান তালে লিখেই চলেছেন। তাঁর লেখা স্বচ্ছ, ঝরঝরে। ছোট ছোট বাক্যে তাঁর কথাগুলো পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সমাজে যেসব ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড চালু আছে, সেসব বিষয় নিয়েই তিনি লেখনী ধারণ করেছেন।

রুমী আপার বর্তমান লেখাটি শিরক নিয়ে। শিরক এবং বিদয়াত ইসলামী সমাজে দুটি মারাত্মক ব্যাধি, দু'টাই ঈমানের পরিপন্থী।

www.amarboi.org

অথচ ঈমানদাররা এ দুটি বিষয়কে আঁকড়ে ধরে আছে। কুরআন মজীদে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে শিরক করার পাপ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্য কিছু যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন (সূরা নিসাঃ ১১৬)

শিরক যে বান্দাহ্‌র জন্য কতো মরাত্মক গুনাহ, তা কুরআনুল করীমের উক্ত ঘোষণা দ্বারাই প্রমাণ হয়। বর্তমান লেখায় লেখিকা শিরকের শিকড় কোথায় কোথায় বিস্তার লাভ করেছে তা আলোচনা করেছেন। আশা করা যায় এই বই পাঠে পাঠক শিরক সম্পর্কে সতর্ক হবেন। রিমঝিম প্রকাশনী থেকে ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'দাউস কখানো জান্নাতে প্রবেশ করবে না' বইয়ের মতো বর্তমান বইটিও পাঠক মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলে আশা করি। মহান আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

২৫/০৫/৯ ইং

আব্দুল কুদ্দুস সা'দী

www.amarboi.org

সূচীপত্র

শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহু দূর	৭
আল্লাহর পরিচয়	৮
শিরকের পরিচয় ও প্রকার ভেদ	১০
রিজিকের মালিক আল্লাহ	১৭
কথাচ্ছলে শিরক	২১
শিরক থেকে বাঁচার উপায়	২২
কুসংস্কার	২৩
শিরক সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত	২৪

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.amarboi.org

শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহু দূর

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

انَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّه فَقَد افْتَرَى اثْمًا عَظِيْمًا . (النساء : ٤٨)

"নিশ্চয় আল্লাহ শিরককে ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য যতো গুনাহ-ই হোক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেছে সে তো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন পাপের কাজ করেছে।" (সূরা নিসা-৪৮)

সূরা নিসার ১১৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক একই কথা বলে আয়াতের শেষে বলেছেনঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيْدًا. (النساء : ١١٦)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে সে গোমরাহীর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।"

রাসূল সা. বলেছেন, "তোমাকে যদি কেউ আগুনে পুড়িয়েও মারে তবু আল্লাহ্র সাথে শিরক করো না।

অতএব বিষয়টা এতো মারাত্মক, যা করলে ইবাদাত বৃক্ষের শেকড় কাটা হয়ে যায়। ঈমান বরবাদ হয়ে যায়। যা আল্লাহ কখনো মাফ করেন না। আগুনে পুড়িয়ে মারলেও যে কাজ করতে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন- সেই ভয়ংকর এবং জঘন্য কাজে নিজেদের অজান্তেই নিজেরা জড়িয়ে পড়ি কিনা তা সতর্ক ভাবে লক্ষ্য করা আমাদের ঈমানের দাবি। সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে আমরা যেনো শিরকে নিমজ্জিত না হই। তাই নিজেকে শিরক থেকে রক্ষা করতে হলে শিরককে চিনতে হবে। শত্রু চিনতে না পারলেই সর্বনাশ।

* শত্রু চিনতে হবেঃ আপনি যদি চমৎকার একটি ফলের গাছ লাগান। আর সেই গাছটি আপনার আদর, যত্ন আর পরিচর্যায় ফুলে ফুলে ভরে যায়।

www.amarboi.org

আপনি মুগ্ধ চোখে দেখেন আর দিন গোনেন-কবে ফুল ফোটে ফলভারে সমৃদ্ধ হবে গাছের ডাল গুলি। পাকা ফল ঘরে তুলতে পারলেই স্বার্থক হবে আপনার শ্রম এবং প্রতীক্ষার হবে অবসান।

কিন্তু এমন সময় কেউ যদি আপনার গাছটির গোড়া কেটে দেয় তারপর আপনি আবার গাছের গোড়ায় মাটি দেন, সার দেন, পানি দেন-তাহলে গাছ থেকে আপনার কাঙ্ক্ষিত ফল, ফসল কি পাবেন? নাকি ফুল পাতা সব ঝরে যাবে, আপনার প্রিয় গাছটি মরে যাবে।

গোড়া কেটে দিয়ে সার, মাটি, পানি যতই দেন, যতই যত্ন-পরিচর্যা করেন কাজ হবে না।

তেমনি আপনি নামাজ, রোজা হজ্ব যাকাত, পর্দা, দান খয়রাত, তাবলিগ, চিল্লা, ওয়াজ মাহফিল, পীর ধরা যতো কাজই করেন না কেনো-শিরকের ধারালো কুড়াল দিয়ে যদি ইবাদাতের গোড়াটা কেটে দেন তো আপনার সকল ইবাদাত বরবাদ হয়ে যাবে।

আল্লাহর পরিচয়

মহান আল্লাহ্ নিজের পরিচয় বান্দার কাছে তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ্ সুবহানালাহু ওয়া তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . اَللّٰهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ . (سورة الإخلاص)

উচ্চারণঃ "কুলহু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।" (সুরা ইখলাস)

অর্থঃ "বল, আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ কারো উপর নির্ভরশীল নন। এবং সবাই তার উপর নির্ভরশীল। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনি কারো সন্তান নন"।

অন্যত্র বলেছেন,

اَللّٰهُ لاَ اِلٰــهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَنَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلاَّ بِاِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِه اِلاَّ بِمَا

www.amarboi.org

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ وَلاَ يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ . (البقرة : ٢٥٥)

"আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন শাশ্বত সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের দায়িত্বভার বহন করেছেন। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ (সার্বভৌমত্বের অধিকারী) নেই। তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না। পৃথিবী এবং আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সে টুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছু তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। এ গুলোর রক্ষণা-বেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে না। মূলত তিনি এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা।" (সূরা বাকারা-২৫৫)

এমনি আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর নিজের পরিচয়, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার বর্ণনা করেছেন। তাঁর সকল প্রকার কতৃত্ব, ক্ষমতা সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে মুখে কালেমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

"আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (সার্বভৌমত্বের মালিক) নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।) এ পবিত্র বাণী উচ্চারণ করে ইসলামের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে হয়।

আমরা মনে করিল শুধু মূর্তী পূজার নামই শিরক করা। আসলে তা নয়। মূর্তী পূজা না করে ঈমান আনার পরও অনেকে শিরকে নিমজ্জিত হয়। কেমন করে, কি ভাবে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয় তা জানতে পারলেই শিরক চেনা সহজ হবে ।

লিফলেট-২

www.amarboi.org

শিরক চার প্রকার। অর্থাৎ চার পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র সাথে শরিক করা হয়।

১. শিরক ফিযযাত - সত্তার সাথে শিরক করা।
২. শিরক ফিস্‌সিফাত - গুণাবলির সাথে শিরক করা।
১. শিরক ফিল হকুক - অধিকারের সাথে শিরক করা।
২. শিরক ফিল ইখতিয়ার - তাঁর ক্ষমতার সাথে শিরক করা।

১. শিরক ফিয্‌যাত (আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে শিরক করা)

যেমনঃ

- ◇ দেব দেবী বা মুর্তি পূজা করা।
- ◇ খ্রিষ্টান বা হযরত ঈসা (আঃ) কে এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়ের (আঃ) কে আল্লাহ্‌র পুত্র হিসাবে বিশ্বাস করে।
- ◇ আরবের মুশরিকরা ফেরেস্তাদের আল্লাহর কন্যা মনে করত।
- ◇ অন্ধ ভক্তি এবং অজ্ঞতার কারণে অনেকে পীর সাহেবকে সিজদা করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগের মাধ্যম মনে করে।
- ◇ আমি নিজে দেখেছি, আমাদের বাড়িতে ভাড়া ছিলো বাহারের মা। সে নামাজের সময় তার পীরের বড় একটা বাঁধানো ছবি সামনে রেখে সিজদা দিত।

২. শিরক ফিস্‌সিফাত (আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সাথে শিরক করা)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এমন কিছু গুণ আছে যা অন্য কারো নেই। সেই সব গুণাবলীর যে কোনোটিকে অন্য কারো জন্য নির্ধারিত করা। যেমন কারো সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা যে,

- সমস্ত অদৃশ্য সত্য তার কাছে দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট । অর্থাৎ সে আলিমুল গায়েব।
- সে দূর থেকেও সবকিছু দেখে সবকিছু শোনে।
- সে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে।
- অথবা সে সবরকমের দোষত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত একটি পবিত্র সত্তা।

www.amarboi.org

- সে ভবিষ্যত বলতে পারে। এই সব যারা বিশ্বাস করে তারা শিরকে লিপ্ত।

অনেক ভন্ডপীর বা আধ্যাত্মিক নেতারা তাদের মূর্খ মুরীদ বা শিষ্যদের এই ধারণা দিয়ে থাকে যে, উপরোক্ত গুণাবলী তাদের আছে। যারা এই সমস্ত তথাকথিত পীরদের কথা বিশ্বাস করে তারা শিরকে লিপ্ত।

৩. শিরক ফিল ইখতিয়ার (তাঁর ক্ষমতার সাথে শিরক করা।)

ক্ষমতা বা ইখ্‌তিয়ারের ক্ষেত্রে শিরক করা মানে হচ্ছে, 'সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন ইলাহ হবার কারণে যে সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত সে গুলোকে বা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্য মেনে নেয়া। যেমন-

- **অতি প্রাকৃতিকভাবে কাউকে ক্ষতি বা লাভবান করা। কারো দোয়া শোনা ও কবুল করা এবং গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। অথচ আমাদের দেশের বেশকিছু মুসলমানের ধারণা জীবিত অথবা মৃত পীর বা আল্লাহর অলীরা যেখান থেকেই দোয়া করি না কেন তারা শোনে এবং কবুল করায়েও দিতে পারে। এই কথা বিশ্বাস করার নাম আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে শিরক করা।**
- **কারো ভাগ্য গড়া এবং ভাংগার ক্ষমতা শুধুই আল্লাহ্‌র। কোনো পাথর কিংবা দোয়া তাবিজে করো ভাগ্য ফেরাতে পারে না। অনামিকার আংটিতে বিশেষ ধরনের পাথর ব্যবহার করলে ভাগ্য ভালো হবে মনে করা শিরক।**
- **সন্তান দান করা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইখতিয়ার। খাজা বাবা কিংবা বড় পীর সাহেবের মাজারে গিয়ে সন্তান চাওয়া এবং বিপদ থেকে মুক্তি চাওয়া স্পষ্ট শিরক। যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।**
- **হালাল-হারাম আর জায়েয না-জায়েযের সীমানা নির্ধারণ করার ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর। এ ক্ষমতা আল্লাহ তার কোনো নবী-রাসূলকেও দেন নি। অর্থাৎ আইন ও বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর আইনের বিরোধী আইন রচনার অধিকার কারো নেই। যারা আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধী আইন রচনা করে তারা**

www.amarboi.org

তাগুত অর্থাৎ তারা খোদায়ী দাবি করে। আর যারা তাদের মেনে নেয় তারা শিরক করে। যারা শিরক করে তাদের বলে মুশরিক।

তাই মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে মুসলমানের মতো নাম রেখে ইংরেজদের রেখে যাওয়া আইনকে যারা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে চলছে, এই মুসলমানের দেশে যারা আল্লাহ্‌র আইন কায়েমের চেষ্টা করাও প্রয়োজন বোধ করে না, তারা যে শিরকের মধ্যে আছে একথা স্বীকার করতেই হবে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

وَلَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَنِتُونَ . (الروم : ٢٦)

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছুই তার। সবকিছুই তার ফরমানের অনুগত। (সূরা-আর-রুম-২৬)

আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা তিনিই করেন। (সূরা-সাজদা-৫)

তুমি কি জানো না যে, আসমান-যমীনের রাজত্ব আল্লাহর? (সূরা-আল বাকারা-১০৭)

এবং রাজত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই। (সূরা ফুরকান)

দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। হুকুম দেওয়ার ইখতিয়ার কেবল তাঁরই আছে। তোমরা তাঁর নিকটেই ফিরে যাবে। (সূরা আল-কাসাস-৭০)

আল্লাহ ছাড়া আর কারো ফায়সালার ইখতিয়ার নেই। (সূরা-আল আন'আম-৫৯)

তিনি ছাড়া বান্দাদের আর কোনো ওলী, পৃষ্ঠপোষক নেই। আপন নির্দেশে তিনি কাউকে শরীক করেন না। (সূরা আল-কাহাফ ২৬)

সকল ক্ষমতা তারই হাতে ন্যস্ত। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। (সূরা ইউনুস-৬৫)

তিনি যা কিছু করেন তার জন্য তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। অন্য সকলকেই তাঁর সামনে জবাবদিহি করতে হয়। (সূরা আল-আম্বিয়া)

বল মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের মা'বুদের কাছে আমি আশ্রয় চাই। (সূরা আন-নাস)

www.amarboi.org

মিসরের বাদশা ফেরাউন খোদায়ী দাবি করেছিল। তার স্ত্রী আসিয়া তাকে খোদা বলে মেনে নেন নি। যার কারণে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল ফেরাউন। অনেক মাহফিলে আমি বোনদের জিজ্ঞেস করেছি যে, এখন যদি কেউ খোদায়ী দাবি করে, আপনারা তাকে মেনে নেবেন কিনা? সব জায়গাতেই আমার বোনেরা জোশের সাথে বলেছেন, "না কখনো না, হাজার নির্যাতন করলেও না, মরে গেলেও না।" আমি জানি আমার বই যারা পড়বেন তারাও রাজি হবেন না আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে খোদা হিসাবে মেনে নিতে।

আল্লাহ্ যখন মূসা (আঃ) কে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন, মূসা (আঃ) যে আল্লাহ্‌র নবী, তা ফেরাউনের কাছে প্রমাণ করার জন্য বড় বড় দুটি নিদর্শন দেখালেন। একটি লাঠি অজগর হয়ে যাওয়া, অপরটি তার হাত উজ্জ্বল হয়ে যাওয়া। ফেরাউন তখন সারা মিশর থেকে শ্রেষ্ঠ যাদুকরদের ডেকে এনে এক বিশাল সমাবেশে তাদেরকে লাঠি ও দড়ি দিয়ে অজগর সাপ বানাতে বলে। যাতে সবাই বিশ্বাস করে যে মূসা (আঃ) আল্লাহর নবী নন, বরং একজন যাদুকর। সে যা পারে অন্যান্য যাদুকররাও তা পারে। কিন্তু যাদুকররা যখন পরাজিত হল এবং তারা-ই স্বীকার করল যে, মূসা (আঃ) যা দেখিয়েছেন তা যাদু নয়-মু'জিজা। তখন ফেরাউন জনগণের দিকে তাকিয়ে বল্ল,"আমি তোমাদের সব চেয়ে বড় রব।"

এই ধরনের কথা ফেরাউন আরও অনেক বার বলেছে, যা আল কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন। একবার সে মূসা (আঃ) কে বলে, "যদি তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে রব বলে মেনে নিয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাকে বন্দী করব। (সূরা শূ'আরা - ২৯)

আর একবার সে দরবারের লোকদের সম্বোধন করে বলে, "হে জাতির প্রধানরা, আমি জানি না আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো খোদাও আছে।" (সূরা কাসাস-৩৮)

ফেরাউনের এসব কথার অর্থ এই নয় যে, সে সৃষ্টিকর্তা হবার দাবি করছে। সে কখোনো বলেনি যে, সে সমগ্র বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা। তাহলে তো লোকেরা বলতই যে, কিছু একটা সৃষ্টি করে দেখাও।

ফেরাউন বলেছে, "মূসা যদি আল্লাহ্‌র প্রেরিত হতো তাহলে তার কাছে সোনার কাকন অবতীর্ণ হয়নি কেন? অথবা তার সাথে ফেরেশতাদের চাপরাশি আরদালি হিসাবে পাঠানো হয়নি কেন? (সুরা যুখরুফ-৫৩)

www.amarboi.org

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, ফেরাউন সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে মানতো। সে আসলে ধর্মীয় অর্থে নয়, বরং রাজনৈতিক অর্থে নিজেকে ইলাহ (উপাস্য) এবং প্রধান রব হিসাবে পেশ করতো। এর অর্থ হচ্ছে, আমি হচ্ছি এ দেশের বাদশাহ। আমি ছাড়া আর কেউ এ রাজ্যে হুকুম চালাবার অধিকার রাখে না। এই কথার সমার্থবোধক কথা আছে আল কোরআনের আরো অনেক আয়াতে। ফেরাউনের ঘোষণা ছিল, আমি এদেশের বাদশাহ্-খোদা। এখানে মূসার খোদার আইন চলতে পারে না। যা কিছু আল্লাহ্র আইন, তার বিপরীতটাই হলো ফেরাউনের আইন।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে আইন চলছে তা আল্লাহর আইন নয়।

ছোট্ট একটা আইন। রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলো।

আমাদের দেশের আইন রাস্তার বাম দিক দিয়ে চলা। কেউ যদি রাস্তার ডান দিক দিয়ে হাঁটে সে ট্রাকের নিচে পড়ে মারা গেলেও থানায় কোনো কেস নেবে না। উল্টো শুনতে হবে সে কেনো রং সাইডে হাটতে গেলো? হ্যা এখন রাস্তার ডান দিক হলো রং সাইড। এটা কি ফেরাউনের আইন না?

০ আল্লাহ্র আইন মদ হারাম। রাসূল (সা.) বলেছেন, মদ যে খায়, মদ যে বানায়, মদ যে পরিবেশন করে, যে বিক্রি করে, সবার উপর আল্লাহর লা'নত।

অথচ আমাদের দেশে রাষ্ট্রিয়ভাবে মদ আমদানী হয়। বেচা-কেনা হয় এবং সমাজে যারা ধনী ও উচ্চশিক্ষিত নামে পরিচিত, তারা প্রায় সবাই মদ পান করে।

০ পর্দা করা আল্লাহ্ পাক ফরজ করে দিয়েছেন, নামাজও ফরজ। অথচ আমাদের দেশে নামাজ এবং পর্দা কোনোটাই এখন আর ফরজ (অবশ্যপালনীয়) নেই। যেনো মোবাহ পর্যায়ে চলে গেছে। করলে ভালো, না করলে নাই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো পর্দা করাই যায় না। আমাদের দেশে যে ভাবে বেপর্দার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় চিত্ত-বিনোদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে, তাতে মনে হয় পর্দা বুঝি এদেশে হারাম হয়ে গেছে।

০ সুদ হারাম করেছেন আল্লাহ। তা আবার কঠিন হারাম। শূকরের মাংস হারাম তা আল্লাহ পাক একবারই বলেছেন। কেমন হারাম তার কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। কিন্তু সুদ হারামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাসূল সা. বলেছেন "সুদ যে খায়,সুদ যে দেয় এবং সুদের হিসাব যে লেখে, এই তিন ব্যক্তিই

www.amarboi.org

জাহান্নামী।" সুদ খাওয়াকে কারো মাকে বিবাহ করার মতো জঘন্য বলা হয়েছে।

এখন আপনি যদি ঠেকায় পড়ে ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ঋণ নেন এবং নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে বলেন, "সুদ হারাম এবং জঘন্য হারাম-তাই আমি সুদ দেব না-যে টাকা নিয়েছিলাম সেই টাকা ফেরত নেব।" ব্যাংকের কর্তব্যরত অফিসার কি আপনার কথা শুনবে? আপনার কাছ থেকে সুদের টাকা আদায় করবেই। প্রয়োজনে আপনার গরু ছাগল এমন কি ঘরের টিন খুলে নিয়ে যেতে পারে সুদের টাকা আদায় করার জন্য। যে সুদকে আল্লাহ পাক কঠিন হারাম করেছেন, সেই সুদটা আমাদের দেশে এখন কঠিন ফরজ হয়ে গেছে।

এমনি আরো অসংখ্য আইন যা আল্লাহ পাক আমাদের জন্য নাযিল করেছেন অথচ আমাদের দেশের সরকার ও জনগণ তার বিপরীত আইন প্রবর্তন করে এবং মেনে চলে।

কুরআন বলে, আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে যে হুকুমই হোক না কেন, তা শুধু অন্যায় অবৈধই নয়, বরং তা হচ্ছে কুফরী, গুমরাহী, যুলুম-শিরক-অন্যায় ও স্পষ্ট পাপাচার।

আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করেনা তারাই কাফের।" (সুরা আল মায়েদা-৪৪)

উপরোক্ত নির্দেশ পাওয়ার পরও আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে যারা ফেরাউনের বিধান-ইবলিসের বিধান মেনে চলে, তাদের কি মুসলমান থাকার অবকাশ আছে? তারা যে আপাদ মস্তক শিরকে ডুবে আছে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

"এসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র সীমা রেখা। বাধ্য বাধকতা মেনে চলতে যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সূরা মুজাদালা-৪)

"এসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। এগুলো লংঘন করো না। যারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা লংঘন করে, তারাই যালেম-অত্যাচারী।"(সূরা বাকারা-২২০)

৪. শিরক ফিল হকুক বা আল্লাহর অধিকারে শিরক করা ঃ

সর্বময় কর্তৃত্বের অধিক অধিকারী হবার কারণে বান্দার উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ অধিকার রয়েছে। এই অধিকারসমূহের যে কোনো একটি অধিকার

www.amarboi.org

আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য মেনে নেয়াকে শিরক ফিল হকুক বা আল্লাহ্‌র অধিকারের সাথে শিরক করা বলে। যেমন,

- কাউকে রুকু বা সিজদা করা।
- বুকে হাত বেধে বা হাত জোড় করে দাঁড়ানো।
- সালামী দেয়া ও আস্তীন চুম্বন করা
- নাযরানা দেওয়া বা কুরবানী পেশ করা।
- প্রয়োজন পূরণ ও সংকট দূর করার জন্য মানত করা।
- বিপদ-আপদ সাহায্যের জন্য আহবান করা।
- কাউকে এমন ভালোবাসার পাএ মনে করা, যার জন্য সকল ভালোবাসাকে উৎসর্গ করা হয়।
- কাউকে এমন ভয় করা, গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তার অসন্তুষ্টিকে ভয় করতে থাকা।
- কারো শর্তহীন আনুগত্য করা।

এই জাতীয় যত অধিকার আছে তা একুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত। এর কোনো একটি অন্য কারো আছে মনে করা শিরক।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সমাজের প্রচুর লোক সরাসরি শিরক কর্মকান্ডে জড়িত।

দীর্ঘ দিন পর সেলিমার সাথে দেখা। ছোট বেলা দেখতে খুব সুন্দর ছিল মেয়েটি। আমার ভাসুর ঝি। আমার কাছে কাছেই থাকত। খুব ভালোবাসত আমাকে। চার সন্তানের জননী সেলিমার তিন কন্যার পর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। বছর খানেক বয়স হবে। ছেলেটির মাথার সামনের দিকের চুল কেটে ফেলে পিছনে লম্বা ঝুটি রেখেছে। বলল, "কি ব্যাপার, ছেলের পেছনে ঝুটি রেখেছ কেন? সেলিমা যা বলল তার মূল কথা পরপর তিনটি মেয়ে হওয়ার কারণে সেলিমার শাশুড়ি মানত করেছে খাজা বাবার আস্তানায়। এবার পুত্র সন্তান হলে খাজা বাবার মাজারে খাশি দিয়ে আসবে আর ঐখানে গিয়ে ছেলের ঝুঁটি কাটবে।

এই ধরনের কাজই শিরক। সেলিমাকে বুঝালাম। সেলিমা বলল 'ঠিক আছে তাহলে আর যাবনা পীরের দরগায়। কিন্তু খাশিটা কি করব? বললাম, "এতিম মিসকিনদের দিয়ে দাও।"

সেলিমা তার ছেলেকে নিয়ে পীরের দরগায় যায়নি। যদিও তার শাশুড়ি এতে খুবই মনক্ষুণ্ন হয়েছে।

www.amarboi.org

রাসূললুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তি শুধু একটি মাছির কারণে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং এক ব্যক্তি শুধু একটি মাছির কারণে জাহান্নামে প্রবশ করবে। লোকেরা বললো-হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এর তাৎপর্য কি? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন ঃ দুজন মানুষ এমন পথ অতিক্রম করছিল যাদের পথের পাশে একটি বেদী (মাজার)সংস্থাপিত ছিল। কোন ব্যক্তিই উক্ত বেদীর সামনে উপঢৌকন দেওয়া ছাড়া উক্ত পথ অতিক্রম করতে পারতো না। লোকেরা উল্লিখিত দু'জন পথিকের একজনকে বললো, এ বেদীর সামনে উপঢৌকন দিয়ে যাও, তদুত্তরে সংশ্লিষ্ট পথিক বললো- আমার কাছে উপঢৌকন দেওয়ার মতো কিছুই নেই। লোকেরা বললো- বেদীতে উপঢৌকন তোমার দিতেই হবে। যদি তা সামান্য একটি মাছিও হয়। তখন পথিক একটি মাছি ধরে বেদীর দিকে ছুড়ে মারলো। জনপদের লোকেরা তাকে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দিল। দ্বিতীয় পথিককে বলল, তুমিও বেদীতে উপঢৌকন দাও। একটি মাছিই দাও। সে বলল, আমি তো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে উপঢৌকন দিই না। জনপদের লোকেরা তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দিল। সে জান্নাতবাসী হলো। একটি মাছি বেদীতে নজরানা দিতে অস্বীকার করার পবিত্র অপরাধে সে জান্নাতের হকদার বা অধীকারী হলো। আর প্রথম পথিক গায়রুল্লার নামে একটি মাছি নজরানা দিয়ে জাহান্নামবাসী হলো।" (মুসনাদে আহমাদ)

একটি মাছি দেয়ার অপরাধে যদি জাহান্নামি হয় তাহলে যারা বিভিন্ন মাজারে গরু খাশি নিয়ে দৌড়ায়, তাদের অবস্থা কি?

রিজিকের মালিক আল্লাহ

বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। বান্ধবীর দাদীর সাথে পরিচয় হলো। খুব আন্তরিক আর প্রাণবন্ত ভদ্রমহিলা। বয়স সত্তরের উপরে। এক পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন " ছেলে কয়জন তোমার বোন।"

বললাম "আল্লাহ্‌র দান চার ছেলে দাদীজান।

দাদী বললেন "আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ্ যা দিয়েছেন এতেই হাজার শোকর। আর নিও না। মেয়ে চাইতে চাইতেই বুঝি চার ছেলে হয়ে গেছে!

বললাম, "না দাদী-আমি আল্লাহ্‌র কাছে ছেলেই চেয়েছি। কেন যেন 'নয়' সংখ্যাটির উপর আমার দুর্বলতা। ইচ্ছা ছিল আমার নয়টি ছেলে হোক তারপর মেয়ে ৪/৫ টি যা হয়।"

www.amarboi.org

দাদী অবাক হলেন তারপর হেসে বললেন "ওরে বাব্বা। তা ছেলে নয়টি কেন?"
বললাম, "তা জানিনা-বিয়ের পর থেকেই ভাবতাম আমি নয় ছেলের মা হবো। তা যাই হোক। আপনি আর নিতে নিষেধ করলেন কেন? বাচ্চা কি নেওয়া যায়? নাকি আল্লাহ পাক যাকে দেন সে পায়। এই যে আমাদের মাক্সুদার কোন সন্তান নেই। ওকে নিতে বলেন তো-দেখি পারে কিনা।"
দাদী একটু থতমত খেয়ে বললেন "না আজকাল কতো অভাব অভিযোগ-সবাই তো দুটো বাচ্চার বেশি নেয় না-তাই বললাম আর কি...।"
আসলে এই কথাটা সরকার এমন ভাবে প্রচার করেছে যে, এই অশিক্ষিতা বৃদ্ধা মহিলার মধ্যেও এই ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যে, অধিক সন্তান হলে খাওয়া পরায় সমস্যা হবে।"
অথচ রিযিকদাতা আল্লাহ। টি.ভিতে একদিন একটা গান শুনেছিলাম, "মুখ দিয়েছেন যিনি-আহার দেবেন তিনি। এই তত্ত্বকথায় মত্ত হলে-শান্তি যাবে রসাতলে।"
কতবড় ধৃষ্টতা! এতো কুরআনের কথা। আল্লাহর কথা। আমি তোমাদের রিযিক দেই তোমাদের সন্তানদেরও রিযিক দেই।"
অধিক সন্তান হলে খাওয়াবো কিভাবে? এই কথা যারা ভাবে তারা কি রিজিকদাতা হিসাবে আল্লাহকে অস্বীকার করে? হ্যাঁ তারা সত্যি অস্বীকার করে। তারা আল্লাহকে আর রিজিকদাতা মনে করে না। তারা রিজিক দাতা মনে করে সরকার, চাকরী কিংবা নিজেকে। এটা শির্কি চিন্তা চেতনা।

শিরক প্রধানতঃ দুই ধরনের। শিরকে জলি বা প্রকাশ্য শিরক আর শিরকে খফি বা গোপন শিরক। আমি এতক্ষণ যা কিছু আলোচনা করেছি তা সবই শিরকে জলি বা প্রকাশ্য শিরক।

রিয়া বা লোক দেখানো কাজঃ এ হলো শিরকে খফি বা গোপন শিরক। ঈমান আনার পর সকল প্রকার ভালো কাজ করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু কোনো নেক আমল বা ভালো কাজ যদি কেউ মানুষের প্রশংসা ও বাহবা পাওয়ার নিয়তে করে তাহলে কাজটার কোনো মূল্যই থাকল না। আমাদের সকল ইবাদাত সর্ব প্রকারের ভালো কাজ শুধু মাত্র আমাদের রব মহান আল্লাহ সুবহানালহু তায়ালার জন্য।

www.amarboi.org

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ননা করেছেন, তিনি একদিন নবী করীম সা. এর মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান, মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) নবী সা. এর কবরের পাশে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁদছো ক্যান?" মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ বললেন, আমি রাসূল সা. এর কাছ থেকে একটা কথা শুনেছিলাম, সেই কথাই আমাকে কাঁদাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, "সামান্যতম বিয়াও শিরক।"(মিশকাত, ইবনে মাজা)

বিয়া শিরক এর কারণ হল, রিয়াকারী আল্লাহ্‌র অধিকার অন্যকে দান করে। আর এই রিয়াকারীদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, "জাহান্নামে এমন একটি স্থান আছে, যা থেকে স্বয়ং জাহান্নামই প্রতিদিন চার'শ বার পানাহ চায়। এই স্থানটি উম্মতে মোহাম্মাদীর সেই সব রিয়াকারীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে,যারা আল্লাহ্‌র কিতাবের আলেম, দান খয়রাতকারী, আল্লাহর ঘরের হাজী এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী । (তারগীব ও তারহীব, ইবনে মাজা)

অসংখ্য শিরকে জর্জরিত মুসলিম সমাজ। এবাদাতের নামে, সওয়াবের আশায়, উপকারের লোভে এই শিরকের পংকিল ঘুর্ণিপাকে হাবুডুবু খেতে খেতে চলে যাচ্ছে গভীর থেকে গভীরতম খাদে। জাহান্নামের শেষ প্রান্তে।

নওগাঁ জিলার বদলগাছী থানায় একটা পীরের মাজার আছে। পীর শাহাবুদ্দীনের মাজার। আমি ১৯৯৩ সাথে প্রথম বদলগাছী আসি। ঐ মাজার প্রাঙ্গণেই ছোট একটা ঘরে সকালে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আরবী পড়তে আসতো। স্থানীয় এক মাওলানা সাহেব পড়াতেন। আর বিকেলে ঐ ঘরেই স্থানীয় মহিলাদের আমি কুরআন শিক্ষা দিতাম। তখন দেখেছি সর্ব শ্রেণীর মানুষ ঐ মাজারে দোয়া চাইতে আসত। হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার সময় মাযারে কপাল ঠেকিয়ে সেজদা করে দোয়া চাইত, আর মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা দুই হাত দিয়ে মাযার ছুঁয়ে চুমো খেয়ে মাথায় বুকে ছোঁয়ায়ে দোয়া চাইত। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই বিয়ে করতে যাওয়ার সময় ঐভাবে দোয়া চাইত, আবার নতুন বউ নিয়ে আসলে আগে মাযারে এনে বউকে দিয়ে সালাম অথবা সেজদা করিয়ে দোয়া নিত।

কারো নতুন গাছে ফল আসলে প্রথম ফলটা মাজারে দিয়ে আসত। বিভিন্ন রোগের জন্য বিপদে আপদে মুশকিল আসানের জন্য মাজারে নজরানা দিয়ে যেত। গেলাশে করে পানি রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে নিয়ে যেত এই ধারণা নিয়ে যে, পীর বাবা পানি পড়ে দিয়েছে। বছরে দুইবার ওরশ হতো, তখন হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে চাল, ডাল, মুরগী, খাশী টাকা-পয়সা চাঁদা তুলে

www.amarboi.org

সব একসাথে রান্না করতো। যেহেতু হিন্দুরাও সাথে শরীক থাকত তাই এই খিচুড়ীর সাথে গরুর গোশ্ত দেওয়া হতো না। এই খিচুড়িকে বলা হত পবিত্র তবারক। এমনি আরো অনেক ধরনের শিরক চলত এই মাজারকে কেন্দ্র করে।

আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে সেই সব শির্কি চিন্তা-চেতনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি ১৯৯৩ সালে এখানে এসে শিরকের যে জৌলুস দেখেছিলাম, এখন তা নেই বললেই চলে। তবু কিছু মূর্খ অজ্ঞ (ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ) লোকের মধ্যে এখনও আছে। আর এই কাজটা সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন বৈঠকের মাঁধ্যমে মহিলাদের শিরক সম্পর্কে সচেতন করার নিরলস প্রচেষ্টা ও আল্লাহ্‌র রহমতে। আল্লাহ্ আমাদের তাওফীক দিন আমরা যেনো শিরকের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে পারি।

অনেকের ধারণা মৃত ব্যক্তিকে কোনোভাবে খুশি করতে পারলে তার সুপারিশের ভিত্তিতে কৃত সমস্ত গুনাহ-খাতা মাফ করিয়ে নেওয়া যাবে। অথচ এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা হচ্ছে মৃত্যুর পর অন্যের উপকার করা তো দূরের কথা, নিজেরও সামান্যতম কল্যাণ করতে পারে না কেউ ।

তবে মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে তিনটি কাজ করে যেতে পারলে মৃত্যুর পরও তার কল্যাণ লাভ করতে থাকবে।

১. সেই দান-সাদকার কাজ, যা থেকে তার মৃত্যুর পরও জনগণ কল্যাণ পেতে থাকবে। অর্থাৎ সাদকায়ে জারিয়া।

২. মানুষের মাঝে রেখে যাওয়া সেই জ্ঞান যা থেকে তার মৃত্যুর পরও মানুষ নেক আমলের শিক্ষা পেতে পারে। যেমন কারো দাওয়াতে একজন মানুষ নামাজী কিংবা পর্দা করা কিংবা অন্য কোনো কাজ যা আল্লাহর নির্দেশ-তা করতে লাগলো। ঐ মানুষটি যতো দিন সেই ভালো কাজটি করতে থাকবে-তার দাওয়াতে যদি পরবর্তীতে আরো কিছু মানুষ ভাল হয় এবং ভালো কাজ করতে থাকে তাহলে এর পূর্ণ সওয়াব প্রথম ব্যক্তিও পাবে, অবশ্য তাতে আমলকারীদের সাওয়াব কিছুমাত্র কম করা হবে না।

৩. নেক সন্তান-যার নেক আমলের সওয়াব ও দোয়া মৃত ব্যক্তি পেয়ে থাকে।

এই তিনটি উৎস ছাড়াও আর একটি উৎস থেকে কল্যাণ পাওয়ার সুযোগ আছে। তা হলো যে কোন ঈমানদার ব্যক্তি কোন নেক আমল করে তার

www.amarboi.org

সাওয়াব ঐ মৃত ব্যক্তির জন্য দান করলে। অবশ্য তা যদি আল্লাহ পাকের মর্জি হয়।

কথাচ্ছলে শিরক ঃ আমাদের দেশের অনেক মানুষ কথাচ্ছলে শিরক করে। প্রত্যেক বিশ্বাসী বান্দাকে তার কথা ও আচরণে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। শিরক পর্যায়ে পড়ে এমন কিছু কথা- যেমন

১. ড্রাইভার দক্ষ ছিল, নইলে নির্ঘাত দুর্ঘটনায় মারা যেতাম।
২. ঐ ডাক্তার ই আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন।
৩. দুর্গা পূজার জন্য বৃষ্টি হচ্ছে, ইত্যাদি বলা।
   একবার রাসূল (সা.) এর কতিপয় সাহাবী বৃষ্টির সময় বলেছিলেন, এ অমুক তারকার বৃষ্টি, রাসূল (সা.) তাদের বললে-যারা বলেছ তারকার বৃষ্টি তারা কাফের হয়ে গেছে। সাহাবীরা তাওবা করে নতুন করে কলেমা পড়ে ঈমানকে নবায়ন করে নিয়েছিলেন। অথচ 'দুর্গা পূজার কারণে বৃষ্টি' এমন কথা আমাদের সমাজের কতো মানুষে যে বলে। তারা তো কোনো দিনই একথার জন্য তাওবাও করে নি। নতুন করে কলেমাও পড়েনি।
৪. উপরে আল্লাহ্ তো আছেই, নিচে আপনি আছেন বলেই আমার চাকরীটা হলো। এই ধরনের কথায় তো আল্লাহ্ এবং বান্দাকে একেবারে সমান সমান মনে করা হলো।
৫. কাউকে এমন কথা বলা যে, আপনি চাকুরীর ব্যবস্থা না করে দিলে না খেয়েই মারা যেতাম।

শিরক যুক্ত আকীদা ও বিশ্বাস বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। যেমন-

১. নবী-রাসূলদের ভক্তির আতিশয্যে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দেওয়া।
২. ভাগ্য গণনা করা। ভবিষ্যত বক্তাদের কাছে যাওয়া বা তাদের কথা বিশ্বাস করা।
৩. কবরকে সামনে রেখে নামাজ পড়া।
৪. করবকে সামনে রেখে কিছু চাওয়া।
৫. সাপের উপদ্রপ থেকে বাঁচার জন্য মনসা পূজায় চাঁদা দেওয়া।

www.amarboi.org

৬. আল্লাহ্ বাদে আর কারো নামে কসম করা যেমন- মায়ের কসম, বাবার কসম, মাটি ছুঁয়ে কসম ইত্যাদি।

সন্তানের নাম রাখার সময় অনেকে শিরকী নাম রাখে, যেমন পীর বক্স, গোলাম রাসূল, গোলাম নবী। গোলাম তো হবে একমাএ আল্লাহ্র।

শিরক থেকে বাঁচার উপায়

সব শিরকের উৎপত্তি অজ্ঞতা থেকে। অহীলব্ধ জ্ঞান বা কুরআন এবং হাদীসের জ্ঞান থেকে যে যত দূরে সে তত বেশি শিরকে জড়িত। শিরক থেকে নিজেকে, পরিবারকে, সমাজকে রক্ষা করতে হলে বেশি বেশি করে আল-কুরআন ও রাসূল (সা.) এর হাদীসের চর্চা করতে হবে। কুরআনের প্রতিটি আয়াত মাতৃভাষায় বুঝে পড়তে হবে। কুরআন পড়তে হবে জানার জন্য এবং মানার জন্য। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বকে বুঝতে হবে সুস্পষ্ট ভাবে। তাহলেই শিরক চেনা যাবে। শিরক চেনার জন্য আল কুরআনের প্রায় প্রতিটি সুরায় শিরকের বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যা হালাল করেছেন তাকে অন্য কারো কথা অনুযায়ী হারাম মনে করা। যেমন জালালী কবুতর খাওয়া। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের ধারণা, জালালী কবুতর খাওয়া নিষেধ। নিষেধ মানেই তো হারাম। অথচ আল্লাহ পাক এই পাখিটি খাওয়া হালাল করেছেন। হযরত শাহ জালাল হয়ত এই প্রজাতির কবুতর অন্য কোনো দেশ থেকে এদেশে এনেছেন। তাই বলে এই পাখি খাওয়া হারাম, এমন কথা তিনি বলেন নি। বলতে পারেনও না। কোনো হালাল প্রাণীকে হারাম বানানোর অধিকার পীর শাহ জালাল ইয়েমেনী (র.)-এর নেই। এখন যারা এই সব কথা বলে ও মানে, তারা শিরকে নিমজ্জিত।

উপরোল্লিখিত শিরকী কর্মকাণ্ড ছাড়াও আমরা আরো এমন কিছু কাজ করি কথা বলি, যা ইসলামী চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী। তার একটাকে কুসংস্কার এবং অপরটিকে বিজাতির অনুকরণ বলতে পারি। এ গুলোও অনেক সময় শিরকী পর্যায়েই চলে যায়।

www.amarboi.org

কুসংস্কার

১. রাতের বেলা কাউকে ধার কিংবা দান করা যাবে না। কারণ রাতের অন্ধকারে কিছু দেওয়া লক্ষ্মী দেবী পছন্দ করেন না। এটি তো সরাসরি শিরক।

২. নির্দিষ্ট কোনো বারে বাঁশ কাটা যাবেনা। চুলা তৈরী করা যাবে না। নির্দিষ্ট কোনো মাসে বউকে বাপের বাড়ি যেতে দেওয়া হবে না।

৩. হাতে চুড়ি না পরলে স্বামীর হায়াত কাটা যায় মনে করা।

৪. নাকের ফুল হারিয়ে গেলে স্বামী মারা যাবে মনে করা।

মৃত ব্যক্তির রুহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাড়িতে আসা যাওয়া করে। বিশেষ করে যেখানে সে মারা গিয়েছিল সেই খানে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাতি জ্বালায়। কবরে পানি ঢালে। এগুলো সব কুসংস্কার।

এমনি হাজারো কুসংস্কারে আষ্টে-পিষ্ঠে বাঁধা বাংলাদেশী মুসলিম সমাজ। এ ছাড়াও এমন কিছু কাজ আমরা করি, যাকে বলে বিজাতির অনুকরণ। যেমন

১. কারো মৃত্যুতে কুলখানি বা চল্লিশা করা, হিন্দুদের শ্রাদ্ধের অনুকরণে। এটি অবশ্য বিদয়াত। যে কাজ আল্লাহ্ করতে বলেননি এবং তাঁর রাসূল করেন নি, সেই কাজ সাওয়াবের আশায় করার নাম বিদয়াত।

২. কারো মৃত্যুতে একমিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা।

৩. কারো জন্মদিন মৃত্যুদিন পালন করা

৪. 'থার্টি ফাষ্ট নাইট' বা নববর্ষ পালনের নামে উচ্ছৃংখল ও নৈতিকতা বিরোধী আনন্দ উৎসব করা।

৫. 'ভালোবাসা দিবসের' নামে বেল্লোপানা করা। সত্যি কথা বলতে কি বিজাতীয় ভালো কিছু আমরা অনুকরণ করতে পারি না। যত নোংরামী তাই আমরা অনুকরণ করি আর গৌরব বোধ করি।

অথচ রাসূল সা. বিজাতীয় ভালো কিছু অনুকরণ করতেও আমাদের নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে যে জাতির অনুকরণ করবে, সে জাতির সাথে তার হাশর হবে।"

হযরত ওমর রা. একবার বলেছিলেন,"হে আল্লাহ্র রাসূল, তাওরাত ও ইঞ্জিলে কিছু ভালো কথা আছে, তা কি আমি লিখে রাখব?" রাসূল সা. তাকে অনুমতি তো দেনই নাই, বরং বলেছিলেন, "আজ যদি মূসা আঃ জীবিত থাকতেন তিনি কুরআনকেই অনুসরণ করতেন।"

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন, "আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।" (সূরা আন'আম-৩৮)
তাহলে কেন আমরা জীবণ বিধান আল-কুরআন বাদ দিয়ে অন্য কোথাও থেকে শিক্ষা নিতে যাব?

শিরক, বিদ'য়াত, কুসংস্কার ও বিজাতীয় অনুকরণ থেকে বাঁচার উপায়ঃ
সকল প্রকার শিরক, বিদয়াত, কুসংস্কার ও বিজাতীয় অনুকরণ প্রবণতার উৎপত্তি অজ্ঞতা থেকে। অহীলব্ধ জ্ঞান অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে যে যত দূরে সে ততবেশি শিরক-বিদয়াত, কুসংস্কার ও বিজাতীয় অনুকরণে লিপ্ত। এই শিরক, বিদয়াত, কুসংস্কার ও বিজাতীয় অনুকরণ থেকে নিজেকে, পরিবারকে সমাজ তথা জাতিকে রক্ষা করতে হলে বেশি বেশি করে আল কুরআন ও হাদীসের চর্চা করতে হবে। কুরআনের প্রতিটি আয়াত মাতৃভাষায় বুঝে পড়তে হবে। কুরআন এবং হাদীস পড়তে হবে জানার জন্য এবং মানার জন্য। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বকে বুঝতে হবে সুস্পষ্টভাবে। শিরক চেনার জন্য আল কুরআনের অনেক সূরায় শিরকের বর্ণনা দিয়েছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যাতে বান্দা ইবলিশের ধোকায় পড়ে শিরকে নিমজ্জিত না হয়। এই আয়াতগুলো যারা মনোযোগ সহকারে উপলব্ধির সাথে পড়বে, আশা করা যায় ইবলীশের ধোঁকা থেকে সে রক্ষা পাবে। শিরকের মতো জঘন্য পাপ থেকে বাঁচতে পারবে।
আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেনো শিরক, বিদয়াত, কুসংস্কার ও বিজাতীয় অনুকরণ করার মতো কুৎসিত গুনাহ থেকে রক্ষা করেন। ভালো কাজ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

শিরক সংক্রান্ত কতিপয় আয়াতঃ

১. "ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিষ্টানরা বলে মসীহ আল্লাহ্র পূত্র। এগুলো একেবারেই আজগুবী এবং উদ্ভট কথাবার্তা তাদের পূর্বে যারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল তাদের দেখাদেখি তারা এগুলো নিজের মুখে উচ্চারণ করে থাকে। আল্লাহ্র অভিশাপ পড়ুক তাদের উপর। তারা কোথা থেকে ধোঁকা খাচ্ছে? তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের উলামা ও দরবেশদেরকে নিজেদের খোদায় পরিণত করেছে এবং এভাবে মরিয়ম পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের

www.amarboi.org

এক মা'বুদ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করার হুকুম দেওয়া হয়নি। এমন এক মাবূদ যিনি ছাড়া ইবাদাত লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন আর কেউ নেই। তারা যে সব মুশরিকী কথা বলে, তা থেকে তিনি পাক পবিত্র।" (সূরা তাওবা-৩০-৩১)

২. "গর্ভ যখন ভারী হয়ে যায় তখন তারা দুজনে (স্বামী স্ত্রী) মিলে একসাথে তাদের রবের কাছে দোয়া করে। যদি তুমি আমাদের একটি ভালো সন্তান দাও তাহলে আমরা তোমার শোকরগুজারী করবো। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তাদেরকে একটি সুস্থ নিখঁত সন্তান দান করেন, তখন তারা এ দান ও অনুগ্রহে অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করতে থাকে। তারা যে সব মুশরিকী কথাবার্তা বলে আল্লাহ্ তার অনেক উর্দ্ধে। কি ধরনের নির্বোধ লোক এরা! আল্লাহ্র শরীক গণ্য করে তাদেরকে, যারা কোনো জিনিস সৃষ্টি করেনি, বরং নিজেরাই সৃষ্ট। (সূরা আরাফ ১৯০-১৯১)

মাওলানা মওদূদী (রহ.) বলেন–

এসব আয়াতে আল্লাহ্ যাদের নিন্দাবাদ করেছেন তারা ছিল আরবের মুশরিক সম্প্রদায়। তাদের অপরাধ ছিল তারা সুস্থ, সবল ও পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করত, কিন্তু সন্তানের জন্মের পর আল্লাহ্র এ দানে অন্যদেরকে অংশীদার করতো। নিঃসন্দেহে তাদের এ অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু বর্তমানে তাওহীদের দাবিদারদের মধ্যে আমরা যে শিরকের চেহারা দেখছি, তা তার চেয়েও খারাপ। এ তাওহীদের তথাকথিত দাবিদাররা সন্তানও চায় আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে। আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যদের নামে মান্নত মানে, তাদের আস্তানায় গিয়ে নজরানা পেশ করে। তার পরও এরা তাওহীদবাদী পাক্কামু'মিন। কবি আলতাফ হোসাইন হালী তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'মুসাদ্দাসে' এ অবস্থার-ই চিত্র একেঁছেন

"নবীকে বসাও যদি আল্লাহ্র আসনে
ইমামকে বসাও যদি নবীজির সামনে
পীরের মাজারে যদি- সিন্নী চড়াও
শহীদের কবরে গিয়ে দোয়া যদি চাও
তবুও তাওহীদের গায়ে লাগে না আঁচড়
ঈমান অটুট থাকে ইসলাম অনঢ়।

www.amarboi.org

৩. এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করছে তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।
হে মুহাম্মাদ! ওদের কে বলে দাও, "তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছো, যার অস্তিত্বের কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং যমীনেও না। তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি পাক পবিত্র এবং তার উর্ধে। (সূরা ইউনুস–১৮)

৪. হে নবী! বলে দাও, "হে লোকেরা, যদি তোমরা এখনো পর্যন্ত আমার দীনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের বন্দেগী করো, আমি তাদের বন্দেগী করি না, বরং আমি কেবল মাত্র এমন আল্লাহ্‌র বন্দেগী করি যার করতলে রয়েছে আমার মৃত্যু। আমাকে মু'মিনদের অন্তরভুক্ত হবার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে। আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ঠিকভাবে এ দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করো এবং কখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না। আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কোনো সত্তাকে ডেকো না, যে তোমার না উপকার করতে পারে না ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি এমনটি করো তাহলে জালেমদের দলভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস-১০৪-১০৬)

৫. হে নবী! তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হচ্ছে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করো এবং শিরককারীদের মোটেই পরোয়া করো না। যেসব বিদ্রূপকারী আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বলে গণ্য করে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের ব্যবস্থা করার জন্য আমিই যথেষ্ট। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।" (সুরা-আল হিজর-৯৪)

৬. সূরা ইব্রাহীম-৩০, সূরা নাহল-৭৩-৭৬)

৭. এদেরকে বলো, ডাক দিয়ে দেখো তোমাদের সেই মা'বূদদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া (নিজেদের কার্যোদ্ধারকারী) মনে করো। তারা তোমাদের কোনো কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তন করতেও পারবে না। "(সূরা বনী ইসরাঈল-৫৬)

৮. আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের সৃষ্টিতেও তাদের শরীক করি নি পথভ্রষ্টকারীদেকে তাহলে সেদিন এরা কি করবে যেদিন এদের রব এদেরকে বলবে, ডাকো

www.amarboi.org

সেই সব সত্তাকে, যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করে বসেছিলে। এরা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা এদেরকে সাহায্য করতে আসবে না।" (সূরা কাহফ-৫০-৫১)

৯. (হে মুহাম্মাদ) বলো, আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো। আমার প্রতি অহী করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহ্ই তোমাদের ইলাহ। কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী, তার সৎকাজ করা উচিত এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে নিজের রবের সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।" (কাহাফ-১১০)

১০. আর মানুষদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে এক কিনারায় দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র বন্দেগী করে, যদি তাতে তার উপকার হয় তাহলে নিশ্চিত হয়ে যায় আর যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে পিছনের দিকে ফিরে যায়। তার দুনিয়াও গেলো এবং আখেরাতও। এ হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি। তারপর সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকে যারা তার না ক্ষতি করতে পারে, না উপকার, এ হচ্ছে ভ্রষ্টতার চূড়ান্ত। সে তাদেরকে ডাকে, যাদের ক্ষতি তাদের উপকারের চাইতে নিকটতর। নিকৃষ্ট তার অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট তার সহযোগী।" (সূরা হাজ্জ-১২-১৩)

১১. আল্লাহ ছাড়া কি তাদের আর কোনো ইলাহ্ আছে? যে শিরক তারা করছে আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র।" (সূরা আততুর-৪২)

১২. "একনিষ্টভাবে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে যেনো আকাশ থেকে পড়ে গেলো। এখন হয় তাকে পাখি ছোঁ, মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দেবে, যেখানে সে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।" (আল হাজ্জ-৩০)

১৩. আর তাদের কাছে আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠালাম। সে বললো, "হে আমার স্বজাতীয় ভাইয়েরা, আল্লাহ্র বন্দেগী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা নিছক মিথ্যা বানিয়ে রেখেছ।" (সূরা হুদ-৫০)

১৪. লোকেরা তার কিছু শরীক ঠিক করে রেখেছে। হে নবী, এদেরকে বলো (যদি তারা সত্যিই আল্লাহ্র বানানো শরীক হয়ে থাকে তাহলে) তাদের পরিচয় দাও, তারা কারা? নাকি তোমরা আল্লাহকে

www.amarboi.org

এমন একটি নতুন খবর দিচ্ছো যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে তার অজানাই রয়ে গেছে?" (সূরা রাআদ-৩৩)

১৫. "তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে পূজা করছো তারা তো নিছক মূর্তি আর তোমরা একটি মিথ্যা তৈরী করছো। আসলে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা পূজা করছো তারা তোমাদের কোনো রিযিকও দেবার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক চাও। তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (সূরা আনকাবূত-১৭)

১৬. সাবধান! একনিষ্ঠ ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে (আর নিজেদের এ কাজের কারণ হিসেবে বলে যে,) আমরা তো তাদের ইবাদত করি শুধু একারণে যে, সে আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে। (সূরা যুমার-৩)

১৭. জেনে রাখো, আকাশের অধিবাসী হোক বা পৃথিবীর, সবাই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (নিজেদের মনগড়া) কিছু শরীকদের ডাকছে, তারা নিছক আন্দাজ ও ধারণার অনুগামী এবং তারা শুধু অনুমানই করে।" (সূরা ইউনুস-৬৬)

১৮. যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে তখন নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে ভিড়িয়ে দেন তখন সহসা তারা শিরক করতে থাকে।" (সূরা আনকাবুত-৬৫)

১৯. লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন তারা কোনো কষ্ট পায় তখন নিজেদের রবের দিকে ফিরে তাকে ডাকতে থাকে। তারপর যখন তিনি নিজের দয়ার কিছু স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান তখন সহসা তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়। যাতে আমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। বেশ, ভোগ করে নাও। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আমি কি তাদের কাছে কোনো প্রমাণ পত্র ও দলীল অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের শিরকের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়? (সূরা আর-রুম-৩৩-৩৫)

www.amarboi.org

২০. "হে নবী এসব লোককে বলে দাও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো আমাকে সে সব সত্তার দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এসেছে। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন গোটা বিশ্ব জাহানের রবের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি।" (সূরা মুমিন-৬৬)

২১. "তোমাদের রব বলেন, "আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। যে সব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা মুমিন-৬০)

২২. "আর আমাকে বলা হয়েছে তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ঠিকভাবে এ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করো। এবং কখনো মুশরিকদের অন্ত রভুক্ত হয়ো না। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোনো সত্তাকে ডেকোনা, যে তোমার না কোনো উপকার করতে পারে না কোনো ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি এমনটি করো তাহলে জালেমদের দলভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস-১০৬)

২৩. তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদত করে, যাদের জন্য না তিনি কোন প্রমাণপত্র অবতীর্ণ করেছেন আর না তারা নিজেরাই তাদের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান রাখে। এ জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা হজ্জ-৭১)

২৪. স্মরণ করো, যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, 'সে বললো, হে পুত্র, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না। যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম।" (সূরা লুকমান-১৩)

২৫. সাবধান! একনিষ্ঠ দাসত্ব কেবল আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যারা তাকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে (আর নিজেদের এ কাজের কারণ হিসেবে বলে যে, আমরা তো তাদের দাসত্ব করি শুধু এই কারণে যে,) সে আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে।" (সূরা আয যুমার-৩)

২৬. এসব লোক তাঁর বান্দাহ্‌দের মধ্য থেকেই কোন কোনো বান্দাহ্‌কে তাঁর অংশ বানিয়ে নিয়েছে। প্রকৃত সত্য এই যে মানুষ সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (সূরা যুখরুফ-১৫)

www.amarboi.org

২৭. তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে? অথবা আল্লাহ্‌র নির্দেশনাবলীকে মিথ্যা বলে? অবশ্যি এ ধরনের জালেমরা কখনই সফলকাম হতে পারে না। (সূরা আনআম-২১)

এছাড়াওঃ

বাকারাঃ ২৩-২৪,২৫৮,১৭৩,১৬৫।

নিসাঃ ১১৯

আলে ইমরানঃ ১৫১।

মায়েদাঃ ৭২,১০৩,৩,৯০।

আনয়ামঃ ১২১, ১৬৪, ৭৪-৭৫, ৭১, ৪০-৪১, ৬৩-৬৪, ২২-২৪, ১০০-১০১, ১৫১, ১৩৬-১৩৭।

তওবাঃ ১৬-১৭, ১১৩, ২৮।

ইউনুসঃ ১০৫, ২০, ৩৬, ৬৮, ১৮, ২৮-২৯, ২২, ১০৬।

হুদঃ ৬২, ১০৯, ১০৫, ১০১, ১৩-১৪,

ইউসুফঃ ৩৮-৪০, ১০৬, ১০৮।

রা'দঃ ২, ১৪-১৬, ৩৩।

ইব্রাহীমঃ ২৯-৩০, ২২, ৭২-৭৩।

নহলঃ ২৭, ১০০, ২১, ৮৬, ২০-২,১ ১-৩ ,১৭, ৩৫-৩৬, ৫১-৬০, ৭০-৭৬।

বনী ইসরাঈলঃ ৩৯-৪৬-৪৭, ৬৬-৭১, ১১১।

কাহাফঃ ৫০-৫৩, ২১।

মরিয়মঃ ৪২।

ত্বাহাঃ ৮৬, ৯৮।

আম্বিয়াঃ ৯৮-৯৯, ১৯-২৬ ,৭১-৭৪,

হজ্জঃ ১-১৩, ৩০, ৭১-৭৩, ৭৪, ২২।

মু'মিনূন ৮, ৯২, ৫৯।

ফুরকান ঃ ৬৮,১৭-১৯, ৩, ৫৫, ৪৩।

শুয়ারাঃ ৯২-১০,২, ২১৩, ৮৬, ২৯, ৬৯-৭৭।

নমলঃ ৬০-৬৬, ৯১, ২৪।

কাসাসঃ ৬০-৬৬, ৭৪।

আনকাবূতঃ ৮, ৬১-৬৭, ১৬-১৭ ,২৫, ৪১-৪২।

রুমঃ ৩৫-৩৭, ৪০-৪১, ১৩, ১২৩, ২৬-২৮, ৩১।

www.amarboi.org

লুকমানঃ ১৫, ২৫-৩০, ১০-১২, ১৩।
সাবাঃ ৪১-৪২, ২২-২৭, ৪৪-৪৫।
ফাতিরঃ ২, ৩, ১৩-১৪, ৪০-৪১।
ইয়াসিনঃ ৭৩-৭৪-৭৫, ২২-২৪।
সাফফাতঃ ২২-৩৮ ৪-৫ ১৬-১৮ ১৪৯-১৫৭ ৯১-৯৫ ১২৫ ১২৭
যুমারঃ ২৯ ৩৮ ৬৫ ৩ ৪৫ ৮ ৪
মুমিনঃ ৭১-৭৬, ৪১-৪৩, ১১-১২, ৬৫-৬৬, ৬০, ২১।
হা-মিম-সাজদাঃ ৬-৭, ৪৮, ৩৭,
শুরাঃ ৬, ৯, ৪৯, ২১।
যুখরুফঃ ২০-২২, ২৪-২৫, ১৬-১৭, ৯, ২৬-২৮, ৮১-৮৯, ১৫।
দুখানঃ ৭-৯
জাসিয়াঃ ১০, ২৩
আহকাফঃ ৪-৫ ৬ ২৮।
ফাতাহঃ ২-৬।
যারিয়াতঃ ৫১।
নাজমঃ ২৩।
আর-রাহমানঃ ৩০।
মুমতাহিনাঃ ১২।
মুলকঃ ১০-২১, ২৮-৩০।
কলমঃ ৩৯
নুহঃ ৮-১১, ১৩-২৫।
জিনঃ ২, ৩, ৬, ১৬।

ইত্যাদি আয়াতে শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মহান আল্লাহ রব্বুলআলামিন ।

Masudasultana.rumi@gmail.com(01715249986)

www.amarboi.org

রিমঝিম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

১.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০/-
২.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০/-
৩.	আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি	২২/-
৪.	দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না	২৫/-
৫.	শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর	২২/-
৬.	জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত	২২/-
৭.	একবিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণ পথ ও কর্মসূচী	২০/-
৮.	তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ প্রতিরোধের কর্মকৌশল	২০/-
৯.	হাদীসে কুদ্‌সী	৬০/-
১০.	গীবত	৬০/-
১১.	আমরা কোন স্তরের বিশ্বাসী ও কোন প্রকৃতির মুসলমান?	২৪/-
১২.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণ ব্যাধি দুর্নীতি	২২/-
১৩.	মুসলিম নারীদের দাওয়াতী দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০/-
১৪.	স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের বিশটি উপদেশ	২০/-
১৫.	আমার অহংকার (কবিতা)	৭০/-
১৬.	স্বপ্নের বাড়ি (গল্প)	৬০/-
১৭.	আমাদের শাসক যদি এমন হত	৮০/-
১৮.	চেপে রাখা ইতিহাস	৩০০/-
১৯.	ইতিহাসের ইতিহাস	৩০০/-
২০.	বাজেয়াপ্ত ইতিহাস	১০০/-
২১.	ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়	২০০/-
২২.	সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে	২৮/-
২৩.	মানুষ কী মানুষের শত্রু	২২/-
২৪.	নামাজের ১১৫টি সুন্নাত ও ৪৫টি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ	২২/-
২৫.	নেককার ও বদকার লোকের মৃত্যু কিভাবে হবে	২৫/-
২৬.	তাওবাহ কেন করব কিভাবে করব	২৫/-
২৭.	আসুন সঠিক ভাবে রোযা পালন করি	২৫/-
২৮.	কবি মাসুদা সুলতানা রুমী : একটি নাম একটি প্রতিশ্রুতি	১০০/-
২৯.	কবি মাসুদা সুলতানা রুমী যেভাবে আলোর পথে এলেন	২৫/-
৩০.	দীনের দাওয়াত না দেয়ার ভয়াবহ পরিণাম	২৫/-
৩১.	আল্লাহ তার নূরকে বিকশিত করবেনই	২২/-
৩২.	সাহাবীদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ তাআলার জবাব	২২/-
৩৩.	মহিমান্বিত তিনটি রাত	২২/-
৩৪.	কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১	২২/-
৩৫.	মৃত ব্যক্তির জন্য ইসলামী শরীয়াহ কী বলে আমরা কী করি	২২/-
৩৬.	নামাজের পর হাত তুলে সম্মিলিত দোয়া পক্ষে-বিপক্ষে ও সমাধান	৩০/-
৩৭.	শপথের মর্যাদা	২৪/-
৩৮.	পুরুষের পর্দা ও নারীর পর্দা	২২/-
৩৯.	দৈনন্দিন জীবনে রাসূল (স.)-এর সুন্নাত	২২/-
৪০.	মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-১	২৫০/-
৪১.	মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-২	২৫০/-
৪২.	কেমন জান্নাতে আপনি থাকবেন	৩০/-
৪৩.	সালাম আদান-প্রদান একটি জান্নাতি আমল	২২/-
৪৪.	রাসূল (সা.)-এর হাদীস	৫০/-
৪৫.	বিশ্বনবী রাসূল (সা.)-এর নির্বাচিত হাদীস	৫০/-
৪৬.	মহানবীর সা. শেখানো দু'আ ও যিকির	৩০/-
৪৭.	আল কুরআনের গল্প শোনো গল্প নয় সত্য জেনো	৩০/-
৪৮.	মহানবীর সা. মাসনুন দোয়া ও জিকির	১০০/-
৪৯.	গীবত, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, অহংকার ও চোগলখোরী থেকে বাঁচার উপায়	৩২/-
৫০.	পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়	৩২/-
৫১.	সূরা আল ফাতিহার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও শিক্ষা	২২/-
৫২.	সূরা আল ক্বদরের মর্মকথা ও মৌলিক শিক্ষা	২২/-
৫৩.	হিসনুল মুসলিম দৈনন্দিন যিকির ও দু'আর সমাহার	৮০/-

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার : বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা) দোকান নং-৩০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন, বটতৈল, বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া।
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮